মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ

অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্কে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ২

মুর্শিদাবাদ, ১৩ মার্চ ঃ তিন বছর আগের ভয়াবহ স্মৃতি ফের একবার ফিরে এল মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বুধবার সকালে হাসপাতালের তিনতলায় আগুন লাগার খবরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়দের মধ্যে। হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের নাম অণিমা মণ্ডল। আরেক জনের পরিচয় জানা যায়নি। হুড়োহুড়ির মধ্যে পড়ে গিয়ে আরও ৩০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালেই আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মৃতের আত্মীয়দের বচসা বাধলে সহকারী সুপারকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। উত্তেজনা ছড়ানোর দায়ে পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে বলে জানা গেছে।

২০১৬ সালের ১৭ অগাস্ট মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তালাবন্ধ একটি ঘর থেকে আগুন লেগেছিল। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি করে বের হতে গিয়ে বেশ কয়েকজন পদপিষ্ট হয়েছিল। হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী, এক রোগীর আত্মীয় সেই সময় পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিলেন। এরপর হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে। গত বছরের নভেম্বর মাসে ফের আগুন লাগার খবরে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। দুই বছরের মধ্যে দুইবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়, হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক রাখার। তারপরেও যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো হুঁশ ফেরেনি তা ফের একবার প্রমাণিত হয়ে গেল বুধবারের ঘটনায়। জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো বুধবার সকালেও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। হাসপাতালের চারতলার আউটডোরেও প্রায় শতাধিক মানুষের ভিড় ছিল। মনোরোগ বিভাগের সামনেও ছিল লম্বা লাইন। আচমকাই ১১৮ নম্বর ঘরের ফ্যান থেকে আগুন বের হতে দেখা যায়। শর্টসার্কিট থেকেই সেখানে আগুন লেগেছিল বলে অনেকের ধারণা। চারতলায় ধোঁয়া দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সকলের মধ্যে। হুড়োহুড়ি করে চারতলা থেকে নামার চেষ্টা করেন চিকিৎসা করাতে আসা রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়পরিজনরা। সেই সময়েই অনেকে পড়ে যান। তখনই পদপিষ্ট হন প্রচুর মানুষ। তাঁদের মধ্যে দুইজনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবরে পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পরেই মৃত অনিমা মণ্ডলের দেহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ময়নাতদন্তে পাঠানোর চেষ্টা করলে তাঁর আত্মীয়রা বাধা দেন। এনিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। সেই সময় মৃতার আত্মীয়রা সহকারী সুপার সৌমেন সাহাকে মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মৃত অণিমা মণ্ডলের এক আত্মীয় জানান, এদিন তাঁরা হাসপাতালে এসেছিলেন ডাক্তার দেখাতে। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আচমকাই আগুন লাগার কথা শুনতে পান। তিনতলা থেকে অনেকে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করতে থাকে। তারপর সবাই ছোটাছুটি শুরু করে। তখনই অণিমা হারিয়ে যায়। পরে জানতে পারি, পদপিষ্ট হয়ে সে মারা গেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, একটি ফ্যান থেকে ধোঁয়া বের হতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চারতলায় আউটডোরে থাকা রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়দের মধ্যে। তখনই সকলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কয়েকজন পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের আত্মীয়পরিজনদের একাংশ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নিগ্রহ করার চেষ্টা করেন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

এদিকে, হাসপাতালে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, একই হাসপাতালে বারবার আগুন লাগার ঘটনায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। হাসপাতালের আগুন নেভানোর ব্যবস্থাও ঠিক নেই। তাছাড়া হাসপাতালে আগুন লাগলে নিরাপদে সকলের বেরিয়ে আসার মতো কোনো রাস্তাও নেই। সরকারিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একজনের মৃত্যু এবং বেশ কয়েকজনের আহত হওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। তবে আমরা জানতে পেরেছি, ৫০ জনেরও বেশি এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। আমরা ঘটনার তদন্তের দাবি করছি।

মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের বাইরে আতঙ্কিত জনতা। -সংবাদচিত্র

চন্দ্রপাড়ায় জনরোষে পুড়ছে স্কুলের পুলকার। ছবি ঃ বাপিকুমার দাস

পথ দুর্ঘটনায় মা-মেয়ের মৃত্যু, পুড়ল পুলকার

চাঁচল, ১৩ মার্চ ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মা ও মেয়ের। আর এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল চাঁচলের চন্দ্রপাড়া। জনরোষে পুড়ল গাড়ি। বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে চন্দ্রপাড়া পঞ্চায়েতের যদুপুর গ্রামের বাঁধরোড় গ্রামীণ সড়কে।

গ্রামীণ রাস্তায় বেসরকারি স্কুলের একটি পুলকারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আজমিরা বিবি নামে বছর চব্বিশের এক গৃহবধূর। গুরুতর অবস্থায় মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পথে আজমিরার মা নার্গিস বিবির (৫০) মৃত্যু হয়। জখম হয়েছে আরও দুজন। আর এই ঘটনার জেরে ওই পুলকারটিতে আগুন ধরিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান উত্তেজিত গ্রামবাসীরা।

যদিও এই দুর্ঘটনার পর এলাকা থেকে চম্পট দেন ওই পুলকারের চালক। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ। আগুন নেভাতে চাঁচল শহর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আধঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় ওই পুলকারটি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম হয়েছে মৃতের পাঁচ বছরের ছেলে আসিফ মেহেবুব এবং দাদার মেয়ে জাসমিন খাতুন (৮)। আহত এই দুজনকে চিকিৎসার জন্য চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাদের মাথায়, কোমরে এবং বুকে গুরুতর চোট রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, যদুপুর গ্রামের বাসিন্দা আজমিরা বিবির বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। আর সেই অনুষ্ঠানের জন্যই গ্রামে নিমন্ত্রণপত্র দিতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। আজমিরা বিবি, তাঁর মা, ছেলে এবং দাদার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। যদুপুর গ্রামের বাঁধরোড় এলাকার গ্রামীণ সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় পিছন থেকে একটি চারচাকার পুলকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। তাতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় আজমিরা বিবির। বাকি তিনজন রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এলাকা থেকে পালিয়ে যান চালক। ততক্ষণে গ্রামবাসীরা হইচই করে ছুটে আসেন। মৃত ও আহতদের উদ্ধার করার পর তাঁদের চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পাঠানোর ব্যবস্থা করেন স্থানীয়রা। এদিকে, এই পথ দুর্ঘটনার পর চালককে ধরতে না পেরে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ঘাতক পুলকারটিতে ভাঙচুর চালান। এরপরই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গ্রামীণ সড়কে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে বেসরকারি স্কুলের ওই পুলকারটি। মৃতের আত্মীয় মিজারুল শেখ বলেন, চন্দ্রপাড়া গ্রামের বেসরকারি একটি স্কুলের চারচাকার গাড়ির ধাক্কায় আমার মা ও বোনের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি রয়েছে। কীভাবে ঘটনাটি ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। ওরা এদিন বাড়ির একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণপত্র দিতে বেড়িয়েছিল। বাঁধের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে ওই পুলকারটি তাদের ধাক্কা মেরেছে।'

চাঁচল থানার আইসি সুকুমার ঘোষ জানিয়েছেন, পথ দুর্ঘটনার পর এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে ওই পুলকারের আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করেছে। গাড়ির চালক চাঁচলের গালিমপুর এলাকার বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তবে তাঁর নাম ও পরিচয় সম্পর্কে খোঁজ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে মিলছে না রেলের রিজার্ভেশন ফর্ম

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ কার্সিয়াংয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের একমাত্র ছাপাখানা বন্ধ করে দেওয়ায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়েই রিজার্ভেশন টিকিটের জন্য ফর্মের আকাল দেখা দিয়েছে। এখন সাদা কাগজে ফর্মের আদলে পূরণ করে সিল মেরেই যাত্রীদের সংরক্ষিত টিকিট দেওয়া হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনের পরে ছাপানো ফর্ম আসবে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।

গত বেশ কয়েকমাস ধরেই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অধিকাংশ টিকিট বুকিং কাউন্টারেই 'ছাপানো রিজার্ভেশন বুকিং স্লিপ নেই' বলে নোটিশ ঝুলে যায়। নোটিশে পুরোনো ছাপানো একটি ফর্ম সেঁটে বলে দেওয়া হয়েছে কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হবে। নোটিশ বোর্ডে টাঙানো পুরোনো ফর্ম দেখে সাদা কাগজে তথ্য পূরণ করে টিকিট কাটছেন যাত্রীরা। এইভাবে সাদা কাগজে তথ্য পূরণে সময় লাগছে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে আসা যাত্রী স্বপ্নাশিস চক্রবর্তী থেকে স্নেহা চক্রবর্তীরা আক্ষেপ করে প্রশ্ন তুলেছেন, এইভাবে কতদিন যাত্রীদের সাদা কাগজ পূরণ করতে হবে।

এদিকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

> **কার্সিয়াং ছাপাখানা বন্ধ থাকায় ভোটের পর ছাপানো ফর্ম আসবে।**
>
> -হরিওম, রেলের মেটিরিয়াল ইনস্পেকটর

সূত্রে জানানো হয়েছে, ছাপাখানা বন্ধ হলেও রেলের মেটিরিয়াল বিভাগে যা ফর্ম স্টকে ছিল তা দিয়ে আরও কয়েকদিন চালানো যেত। কিন্তু একটি মাঝারি বা বড়ো মাপের বুকিং কাউন্টারে মাসে যেখানে বাস্তবে প্রয়োজন হয় ৪০০ থেকে ৬০০টি ফর্ম, সেখানে ৫০০ থেকে ৯০০টি ছাপানো রিজার্ভেশন স্লিপ বা ফর্ম মজুত রাখা হয়। কারণ বাকি ফর্ম বহু মানুষ, এজেন্টরা আগাম নিয়ে যান। যে কারণে বহু টিকিট কাউন্টারেই রিজার্ভেশন ফর্ম আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। কার্সিয়াং ছাপাখানা বন্ধ থাকায় ভোটের পর ছাপানো ফর্ম আসবে বলে রেলের মেটিরিয়াল ইনস্পেকটর হরিওম জানান।

এদিকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট মেটিরিয়াল ম্যানেজার অজয়কুমার নিরালা জানান, প্রায় শতাধিক রিজার্ভেশন টিকিট বুকিং কাউন্টারে প্রতি মাসে ৫ লক্ষ রিজার্ভেশন ফর্ম প্রয়োজন হয়। এনজেপির মেটিরিয়াল বিভাগে একটিও ফর্ম মজুত নেই। তাই যতদিন না ছাপানো ফর্ম আসছে ততদিন সাদা কাগজেই তথ্য পূরণ করে রিজার্ভেশন টিকিট কাটতে হবে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে রেলের অন্য বিভাগ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জন্য রিজার্ভেশন ফর্ম ছাপিয়ে দিতে পারে কি না তাও বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

তেজপাতা চাষ করে লাভের মুখ দেখছে চা বাগান

মাদারিহাট, ১৩ মার্চ ঃ চা বাগানের ফাঁকা জমিতে বিকল্প হিসেবে তেজপাতা চাষ করে লাভের মুখ দেখছে জয়শ্রী টি কোম্পানি লিমিটেডের আর্যমান চা বাগান। বাগানের ম্যানেজার জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সঠিকভাবে এই ধরনের বিকল্প চাষ করে অনেকটাই সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।' এই চা বাগানের অধীনে ৭০০ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৯৩ সালে ৫৭০ একর জমিতে চা বাগান করা হয়। ১৯৯৮ সালে তারা নিজস্ব কারখানা তৈরি করে। জয়ন্তবাবু জানান, বাগানের ফাঁকা জমিতে তেজপাতা চাষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাজার ও অন্যান্য বিষয় যাচাই করার পর বাগানের তিনবিঘা জমিতে সাত মাস আগে ৩০০টি তেজপাতার চারা লাগানো হয়। এই ৩০০ গাছ লাগাতে খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার টাকা।

তিনি বলেন, 'প্রথম তিন বছর একবার করে গাছের পাতা কাটা যাবে। তিন বছর বাদে বছরে দু'বার করে পাতা তোলা যাবে। গাছপ্রতি ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা করে পাতা বিক্রি হয়।' প্রথম তিন বছর তেজপাতা বিক্রি করে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হতে পারে। বছর বছর এই আয় বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সেই টাকায় বাগানের বিদ্যুতের বিল, সেচের খরচের অনেকটাই মেটানো সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, এই টাকায় অসুস্থ শ্রমিকদেরও সাহায্য করা হবে। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে তিনবিঘা জমিতে এই চাষ করা হয়েছে। সফল হলে ফাঁকা পড়ে থাকা বাকি জমিতেও তেজপাতা লাগানো হবে বলে জয়ন্তবাবু জানিয়েছেন।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

নকশালবাড়িতে নির্বাচনি তৎপরতা

নকশালবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ এবার লোকসভা নির্বাচনে নকশালবাড়ি ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৪৮টি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ব্লক দপ্তরে নির্বাচন নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এবার নির্বাচনে নতুন সংযোজন ভিভিপ্যাট। এই পদ্ধতিতে ভোটার যে তার পছন্দের প্রতীকে ভোট দেবেন তার নিশ্চয়তা থাকবে। ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনের তরফে বাসিন্দাদের ভিভিপ্যাট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার কাজও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নকশালবাড়ির বিডিও বাপি ধর বলেন, 'এবার প্রত্যেক বুথে ইভিএমের সঙ্গে ভিভিপ্যাট থাকবে। এছাড়া প্রিসাইডিং অফিসার সহ চারজন ভোটকর্মী থাকবেন।' নির্বাচনি আচরণবিধি অনুযায়ী ইতিমধ্যে সরকারি সংস্থাগুলির দেয়াল থেকে রাজনৈতিক নেতাদের ছবি, পোস্টার ও প্রকল্পের ব্যানার খুলে ফেলার কাজও শুরু হয়েছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক হিসেব অনুযায়ী এই ব্লকে মহিলা ভোটারের সংখ্যা পুরুষ ভোটারের চাইতে বেশি। জানা গিয়েছে, ব্লকে ৬১ হাজার ৩৪২ জন মহিলা ভোটার এবং ৬১ হাজার ৩৪ জন পুরুষ ভোটার রয়েছেন।

স্কুলে সীমানাপ্রাচীর নেই, উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মার্চ ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের গুয়াবাড়ি ট্রাইবাল প্রাথমিক স্কুলের পাঁচটি ক্লাসে পড়ুয়া প্রায় চল্লিশ। স্কুলে শিক্ষক তিনজন। স্কুলের চারপাশে কোনো বাউন্ডারি নেই। পাশের রাস্তা দিয়ে সবসময় গাড়ি চলাচল করে। একপাশে পুকুর, অন্যদিকে ডোবা। যেকোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় থাকেন অভিভাবক ও শিক্ষকরা। পঠনপাঠন ঠিকঠাক চললেও শিশুদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন স্কুলের শিক্ষকরা। অভিযোগ, একাধিকবার বিষয়টি সাব-ইনস্পেকটর অফ স্কুলের মাধ্যমে শিলিগুড়ি প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলকে জানানো হলেও কোনো কাজ হয়নি। জানা গিয়েছে, বহুদিন আগে স্থাপন করা এই স্কুলে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ থাকলেও বাউন্ডারি দিয়ে ঘেরা হয়নি। মাঝে ভূমিকম্পের জেরে দুটি কক্ষের ভগ্নদশা। ফলে একটিতে ক্লাস চলে। ওই ভাঙা ঘর মেরামতও করা হয়নি। অভিভাবকরা জানান, শিশুরা চঞ্চল, তাই ওদের স্কুলে পাঠিয়ে চিন্তায় থাকতে হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিল গোপ বলেন, 'ছুটির পর দাঁড়িয়ে থেকে বাচ্চাদের রাস্তা পার করে দিই। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানালেও কোনো কাজ হয়নি।' জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তপন বসু অবশ্য বলেছেন, 'আমি বিষয়টি জানি না। খবর নিয়ে দেখব।' তবে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি।

সীমান্তের তিন জেলার নিরাপত্তা বৈঠক সোমবার

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ার জেলার সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে আগামী সোমবার জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউজে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হল। এই তিন জেলার সঙ্গে বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপাল সীমান্ত রয়েছে। বৈঠকে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে এসএসবি এবং বিএসএফ-এর আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। বুধবার নিজের কার্যালয়ে প্রার্থীদের নির্বাচনি খরচ নিয়ে ডাকা সাংবাদিক বৈঠকে এই খবর দেন জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক শিল্পা গৌরীসারিয়া।

জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউজে বৈঠকে তিন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং অন্য নির্বাচনি অফিসার ছাড়াও জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার উপস্থিত থাকবেন। জেলাশাসক জানান, প্রার্থীদের প্রচারে কীভাবে কার অ্যাকাউন্ট থেকে কার অ্যাকাউন্ট টাকা যাচ্ছে তার উপরে নজরদারি চালানো হবে।

মুরগি উৎপাদনে বিশেষ উদ্যোগ করণদিঘিতে

করণদিঘি, ১৩ মার্চ ঃ কড়কনাথ মুরগি উৎপাদনে উদ্যোগী হল করণদিঘি ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তর। ব্লক প্রাণীসম্পদ আধিকারিক সুমন দে জানিয়েছেন, করণদিঘির পান্ডেপুর গ্রামের এক স্বনির্ভর মহিলা দলকে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর দশটি যন্ত্র দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহখানেক আগে কেরল থেকে আনা কড়কনাথ মুরগির ছানা ওই দলের ১০ জনকে দেওয়া হয়। ব্লক সহ কৃষি আধিকারিক ডঃ কৌশিক নাগ বলেন,'এই মুরগির মাংস ও ডিম ক্যানসার প্রতিরোধে সক্ষম। অনেকে বলছেন, এটা ব্লাড প্রেসার, সুগার নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম।' তিনি বলেছেন,'পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, এর মাংসে বেশি আয়রন থাকে, যা অন্য কোনো মাংসে থাকে না। গর্ভবতী নারীরা এই মুরগির মাংস খেলে, তাঁর শরীর ভালো থাকে। সুস্থভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারেন।' **-সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

রাস্তার কাজে আদিবাসীদের জমি দখলের অভিযোগ নকশালবাড়িতে

নকশালবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ আদিবাসীদের জমি জবরদখলের অভিযোগ উঠল নকশালবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দলাল সংসদে। মেরিভিউ চা বাগানের অন্তর্গত আদিবাসী এলাকাটিকে এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাস্তার কাজ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, খতিয়ানভুক্ত জমি থাকা সত্ত্বেও কোনো পূর্ব নির্দেশিকা ছাড়াই জমি দখল করে রাস্তার কাজ করা হচ্ছে। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার জমির ফসল নষ্ট করে গায়ের জোরে রাস্তার কাজ করছেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। আদিবাসী মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার বলেন, 'কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জবরদস্তি আমাদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।' খুব শীঘ্রই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দেন তিনি। স্থানীয় বিকি তিরকি, বিনোদ তিরকি, জঞ্জু ওরাওঁ, লাল ওরাওঁ, আপ্লিক ওরাওঁ প্রমুখ জানান, তাঁদের অন্ধকারে রেখে খতিয়ানভুক্ত জমি নেওয়া হচ্ছে। সরকারের কাছে তাঁরা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। নকশালবাড়ি বিডিও বাপি ধর বলেন, 'আমি বাইরে ছিলাম তাই এই বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। তবে আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।' বামফ্রন্টের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জৈষ্ঠমোহন রায় বলেন, 'এলাকাবাসীর দাবি অনুসারেই সেখানে পিএমজি রাস্তা করা হচ্ছে।' তৃণমূল কংগ্রেসের নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায় বলেন, 'আদিবাসী কৃষকদের জমি কোনোমতেই জবরদস্তি অধিগ্রহণ করা যাবে না।' ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি।

অনুমোদন ছাড়াই নদীর বালি তোলা হচ্ছে চোপড়ায়

চোপড়া, ১৩ মার্চ ঃ চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন নদী থেকে রমরমিয়ে চলছে বালি খনন। এই ব্লকে অনুমোদিত ঘাটের সংখ্যা মাত্র ৭। অথচ ১৫টিরও বেশি জায়গা থেকে অবাধে চলছে বালি খননের কাজ। অধিকাংশ জায়গাতেই বালি তোলার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে মেশিন ও আর্থমুভার।

চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ, মাঝিয়ালি ও সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মহানন্দা, ডোক ও বেরং নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। শুধুমাত্র হাপতিয়াগছ ও মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে অন্তত ১০টি জায়গা থেকে নিয়মিত বালি তোলা হচ্ছে। এসব বিষয়ে প্রশাসনের তেমন কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিভিন্ন নদীর সেতুসংলগ্ন এলাকা থেকেও অনেক সময় নিয়মের তোয়াক্কা না করে বালি তোলা হচ্ছে। অবাধে বালি তোলার ব্যাপারে এলাকার রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেরই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মদত রয়েছে বলে স্থানীয়দের অনেকেরই অভিমত।

বৈধ ঘাট মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কতিয়াবাদ, চূড়ামন, পুরাটুগছ, মুড়িখোয়া এলাকায় অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে। একইভাবে সোনাপুর ও মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক জায়গায় অবাধে বালি তোলা হচ্ছে। যদিও চোপড়া পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় নিয়মিত অভিযান চলছে। গত রবিবারও বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি গাড়ি আটক করা হয়েছে।

এদিকে, সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নলবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে বালি জমা করার ঘটনায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। চোপড়ার বিডিও জুনেইদ আহম্মেদ বলেন, 'জাতীয় সড়কের ধারে বালি জমা করার বিষয়টি জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।' অন্যদিকে, অবৈধ ঘাট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই বিষয়টি অন্য দপ্তরের দেখার কথা।'

জাতীয় সড়কের ধারে বালির স্তূপ। ছবি ঃ মনজুর আলম